তারিখ ... 01 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

বেসরকারি স্কুল-কলেজে পরিচালনা পর্ষদ গঠনে নির্বাচনের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বেসরকারি স্কুল-কলেজের পরিচালনা পর্ষদ গঠনে নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় এমপির সভাপতি হওয়ার বিধান ও স্কুল-কলেজ পরিচালনায় নির্বাচন ছাড়া গঠিত বিশেষ কমিটিও বাতিল করা হয়েছে। আদালত বলেন, হাইকোর্টের দেওয়া পূর্ণাঙ্গ রায়ের কপি হাতে পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

বেসরকারি স্কুল-কলেজে পরিচালনা পর্ষদ গঠনে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) অ্যাডহক কমিটি গঠন করে নির্বাচন দিতে হবে।

একটি রিট আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি জিনাত আরা ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ গত ১ জুন এ রায় দেন। রায়টির পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি গতকাল রোববার প্রকাশিত হয়।

রিট আবেদনকারীর পক্ষের আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ জানান, তিনি রায়ের অনুলিপি হাতে পেয়েছেন। রায়ের আদেশ অংশে হাইকোর্ট ১২ দফা নির্দেশনা ও পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে– দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে সংসদ সদস্যদের সভাপতি পদ বাতিল; দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কমিটি বাতিল; আইন থেকে বিশেষ কমিটি গঠনের ৫০ ধারা বাতিল; সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ দিনের মধ্যে অ্যাডহক কমিটি করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা; নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ঠিক করার বিধান তৈরি করা। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট সব আইন ৬০ দিনের মধ্যে সংশোধন করতে বলা হয়েছে শিক্ষা সচিব, আইন সচিব ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে।

রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিচালনার জন্য গত বছর ৩১ ডিসেম্বর বিশেষ কমিটি গঠনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ চলতি বছর রিটটি করেন। তার যুক্তি, ওই প্রবিধানমালার ৩৯ বিধান অনুসারে অ্যাডহক কমিটির মেয়াদ ছয় মাস। অথচ ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে এ পর্যন্ত চারবার অ্যাডহক ও দুবার বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এটি ৩৯ বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ওই রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ১৯ জানুয়ারি হাইকোর্ট রুল জারি করেন। রুলে ওই কমিটি কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। এরপর ২০০৯ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালার ৫ ও ৫০ ধারার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সম্পূরক আবেদন করেন ইউনুছ আলী। আবেদনটির শুনানি নিয়ে ওই দুই বিধান বিষয়ে ৬ এপ্রিল আরেকটি রুল জারি করেন হাইকোর্ট। এসব রুলের ওপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে ১ জুন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন।

রায়ে হাইকোর্ট বলেন, সংসদ সদস্যদের নিজ-নিজ নির্বাচনী এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মনোনীত হওয়ার বিধানটি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।